https://www.amitrakshar.co.in/journal : www.amitrakshar.co.in
Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)
Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

মোদের গরব মোদের আশা : সংকটে আজ বাংলা ভাষা

ড. দীপক সোম[1]

ভাষা বলতে মূলত মৌখিক ধ্বনি নির্ভর ভাবের বাহককেই বোঝায়। 'মৌখিক ধ্বনি নির্ভর' কথাটি বলতে হল এ কারণেই যে বর্তমান কালে 'শরীরী ভাষা', 'মনের ভাষা', 'চোখের ভাষা' প্রভৃতি বহুল শব্দ প্রচলিত হয়েছে। কিন্তু এগুলি যথার্থ অর্থে ভাষা নয়। কারণ ভাষাকে বাগ্‌যন্ত্র নির্ভর হতে হয়। বলাবাহুল্য, সেই বাগ্‌যন্ত্র অবশ্যই মানুষের। কারণ, ব্যাকরণ মানুষের ভাষা ছাড়া অন্য কোন জীবের ভাষা নিয়ে আলোচনা করে না। জাতিগত পরিচয়ে আমরা বাঙালি। কারণ, বাংলা আমাদের মাতৃভাষা। আমাদের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী মাতৃভাষা হল মায়ের মুখ থেকে শেখা ভাষা। কিন্তু আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানে একথা সিদ্ধ হয়েছে যে জন্মের পর শিশু প্রথম যে ভাষায় কথা বলতে শেখে সেটাই তার মাতৃভাষা। সে যাইহোক, আমরা বাংলা ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেছি এবং বাংলা ভাষাই প্রথম শিখেছি— তাই আমরা বাঙালি।

পৃথিবীর অন্যান্য জাতির মতো বাঙালি জাতিও সুপ্রাচীন এবং ঐতিহ্য নির্ভর। এই জাতির অতীত ঐতিহ্য খুঁজতে গেলে সেই সুপ্রাচীন ইন্দো-অস্ট্রোলয়েড জনগোষ্ঠীর কাছে পৌঁছাতে হয়। জাতিগত না হলেও বাঙালির ভাষাগত পরিচয় জানা আমাদের একান্ত জরুরি। আনুমানিক নবম-দশম শতকে মাগধী অপভ্রংশের পূর্বী শাখার সঙ্গে অবহট্‌ঠ ভাষার সংমিশ্রণে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ঘটেছে বলে ভাষাতাত্ত্বিকদের অনুমান। সেই হিসেবে বাংলা ভাষার বর্তমান বয়স আনুমানিক ১০০০—১১০০ বছর। এই সুদীর্ঘ সময় সীমায় বিভিন্ন পর্বে ভাষার নানান বিবর্তন ঘটেছে। এর উপর নির্ভর করে প্রাচীন বাংলা, মধ্য বাংলা, নব্য বাংলার সৃষ্টি। কিন্তু বাংলা অর্থে আজ আমরা যে ভাষাকে বুঝি সেই ভাষার যথার্থ সৃষ্টি ঘটেছে উনবিংশ শতকের প্রথমভাগে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের লেখক গোষ্ঠী এবং মিশনারীদের প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতকের সূচনালগ্নে বাংলা গদ্য ভাষার সৃষ্টি বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রকে অনেক দূর সম্প্রসারিত করেছে। এই পর্বেই বাংলা ভাষার দুটি রূপ স্পষ্টতই অনুভূত হয়— একটি সাহিত্যিক গদ্য এবং অপরটি মৌখিক গদ্য। কলকাতাকেন্দ্রিক নগরসভ্যতাকে আশ্রয় করে বাংলা গদ্য ভাষার আদর্শায়িত রূপটি ধীরে ধীরে সমৃদ্ধি লাভ করতে থাকে। বাঙালি জনগোষ্ঠী এই আদর্শ রূপের সঙ্গে ধীরে ধীরে পরিচিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, আদর্শ রূপের আড়ালে এই ভাষা তার আঞ্চলিক ধারাটিকেও সমানভাবে বহতা রেখেছে। পরিতাপের বিষয় এই যে ঐতিহ্যশালী বাংলা ভাষা আজ গভীরতর সংকটের মুখোমুখি।

একই ভাষা ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীকে নিয়ে গড়ে ওঠে ভাষা সম্প্রদায় বা speech community. কেবলমাত্র ভাষার কারণে একটি সম্প্রদায় নিজেদের মধ্যে এক গভীর ঐক্য অনুভব করেন। এ এক আবেগের জায়গা। ভাষাই ধরে রেখেছে প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকে। ধর্মের পরেই একমাত্র ভাষাকে চিহ্নিত করা যায়, যার ধারণ ক্ষমতা এত তীব্র এবং তীক্ষ্ণ। বিভিন্ন সময়ে নানান বিচ্ছিন্নতাকামী শক্তি পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার উপর আঘাত হেনে জাতিগত ঐক্যকে বিনষ্ট করেছে এবং আজও করে চলেছে। বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তার ব্যত্যয় ঘটেনি। প্রাক্-স্বাধীনতা পর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল বাংলা ভাষার বিভাজন নীতি। এই প্রচেষ্টা চূড়ান্ত রূপ নিয়েছিল মহাম্মদ আলি জিন্নাহের চক্রান্তে। তাঁর উদ্দেশ্য অনুসারে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রিক সংকটই ছিল বাংলা ভাষার উপর সর্বপ্রধান আঘাত। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিবাসী জিন্নাহের বাংলা ভাষা বিদ্বেষকে সেদিনের বাঙালি জনসমাজ মেনে নিতে পারেননি। বুকের তাজা রক্তে রাঙিয়ে দিয়েছিলেন ঢাকার রাজপথ। শহীদদের এই রক্ত ব্যর্থ হয়নি। মর্যাদায় অটুট থেকেছে বাংলা ভাষা। বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় এই আত্মদান সমগ্র পৃথিবীর মানুষজনের শ্রদ্ধা আদায় করেছে। UNESCO কর্তৃক স্বীকৃত হয়েছে ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে। এ পরম গৌরবের। পৃথিবীর আর কোনো ভাষা এই মর্যাদা অধিকার করতে পারেনি যা পেরেছে আমাদের বাংলা ভাষা—

"আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারী

[1] *সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নাড়াজোল রাজ কলেজ, নাড়াজোল, পশ্চিম মেদিনীপুর*
DOI Link (Crossref) Prefix: https://doi.org/10.63431/AIJITR/2.III.2025.123-128

AIJITR, Volume 2, Issue –III, May- June, 2025, PP. 123-128
Received on 5th June 2025 & Accepted on 27th June, 2025, Published: 30th June, 2025.

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

আমি কি ভুলিতে পারি
ছেলে-হারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারী
আমি কি ভুলিতে পারি।"

পারিনি, আমরা ভুলতে পারিনি। কিন্তু প্রশ্ন একটাই; সেদিনের ভাষাগত সেই আবেগ আমাদের মধ্যে আজ কি সমানভাবে বর্তমান। মুখ লুকিয়ে হলেও আমাদের বলতে লজ্জা নেই, বাংলা ভাষার সেই অতীত ঐতিহ্য আজ কেবলমাত্র একটি অনুষ্ঠানের দিনে পরিণত হয়েছে। প্রতিবছর ২১শে ফেব্রুয়ারি এলে আমরা নবোদিত সূর্যের বেদিতলে পুষ্পস্তবক দিয়ে গালভরা বক্তব্যের ফুলঝুরি ওড়াই। পূর্বসূরিদের মতো আমাদের আবেগ আজ কোথায়? সভ্যতার উন্নতির শিখরে আজ আমরা বসবাস করছি। পূর্বের সেই ছেঁড়া-খোঁড়া দিনগুলিকে স্মরণ করার সময় হয়তো আমাদের হাতে নেই। আধুনিক সভ্যতার বিকাশে আমরা এতই অত্যাধুনিক হয়ে পড়েছি যে ভাষাগত আবেগের খণ্ডাংশও আজ আমাদের মধ্যে নেই।

শুধু বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলন নয়, আসাম, ত্রিপুরা, মানভূম প্রভৃতি অঞ্চলেও বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় দীর্ঘকাল ধরে আন্দোলন চলেছিল। আসামের বরাক উপত্যকায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা ঘটেছিল ১৯শে মে ১৯৬১ খ্রি:। ১১ জন শহীদের তাজা রক্তে রাজপথ সেদিন পিছিল হয়ে উঠেছিল। বাংলা ভাষার দাপ্তরিক অধিকার কেড়ে নিতে চেয়েছিল সেদিনের আসামের কংগ্রেসী সরকার। শিলচরের তরুণ-তরুণী রক্তস্নাত প্রতিরোধে আসাম সরকার বাধ্য হয়েছিলন বরাক উপত্যকার উপর অসমীয়া ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করতে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় শিলচরের বরাক উপত্যকার বাংলা ভাষা আন্দোলন সেই অর্থে আজও মান্যতা পায়নি। শিলচরের মতো মানভূমের বাংলা ভাষা আন্দোলনও বেশ জোরদার ছিল। যদিও ১৯১২ সাল থেকে এই ভাষা আন্দোলনের সূচনা তবে তা চূড়ান্ত রূপলাভ করে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে। মানভূমের এই ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে দীর্ঘতম ভাষা আন্দোলন। সেই সময় রাজনৈতিকভাবে বিহারের স্কুল কলেজে এবং সরকারি দপ্তরে হিন্দি ভাষাকে জোরপূর্বক চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা হয়। প্রতিবাদে গর্জে ওঠেন হাজার হাজার বাঙালি। কিন্তু দীর্ঘকাল বাঙ্গালিদের দাবি প্রতিষ্ঠিত না হওয়ায় পুরুলিয়া কোর্টের আইনজীবী রজনীকান্ত সরকার, শরৎচন্দ্র সেন এবং গুণেন্দ্রনাথ রায় জাতীয় কংগ্রেস ত্যাগ করে জাতীয়তাবাদী আঞ্চলিক দল 'লোক সেবক সংঘ' গড়ে তোলেন এবং বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষার লড়াইকে সুদৃঢ় করে তোলেন। পরিস্থিতির চাপে পড়ে ১৯৫৬ খ্রি: ভারত সরকার মানভূম জেলা ভেঙে তার কিছুটা অংশ পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার সঙ্গে সংযুক্ত করতে বাধ্য হন। সমকালীন একটি টুসু গানেও এই প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছিল—

"শুন বিহারী ভাই,
তোরা রাখতে লারবি ডাঙ দেখাই।
তোরা আপন তরে ভেদ বাড়ালি
বাংলা ভাষায় দিলি ছাই।

(কবি: ভজহরি মাহাতো)

সেদিনের বাঙালিরা বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় কতটা তৎপর হয়েছিলেন তা অপর একটি টুসু গানের মধ্যে উপলব্ধি করা যায়—

বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে
ও ভাই মারবি তোরা কে তারে?
এই ভাষাতেই কাজ চলেরে সাত পুরুষের আমলে
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে মুখ ফুটেছে মা বলে।
এই ভাষাতেই পরচা-রেকর্ড, এই ভাষাতেই চেক কাট
এই ভাষাতেই দলিল-নথি, সাত পুরুষের হক পাট।
দেশের মানুষ ছাড়িস যদি ভাষার চির অধিকার
দেশের শাসন অচল হবে, ঘটবে দেশে অনাচার।

(কবি: অরুণচন্দ্র ঘোষ)

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

সেদিনের আপামর শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত নর-নারী যে প্রতিবাদের মধ্যদিয়ে বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষা করেছিলেন তার কণামাত্র আজ অবশিষ্ট আছে কি? বাঙালি অধ্যুষিত ত্রিপুরাতেও বাংলা ভাষার মর্যাদা রক্ষায় ত্রিপুরাবাসীকে কম সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়নি। এককথায়, বাঙালি ও বাংলা অধ্যুষিত পূর্ববঙ্গ, পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা, মানভূম, ধলভূম প্রভৃতি অঞ্চলে বসবাসকারী বাঙালি সমাজ এককালে নিজেদের ভাষার মর্যাদা রক্ষায় যে সাহসিকতা, বীরত্ব এবং ভাষা প্রীতির পরিচয় রেখেছিলেন তা আজ প্রায় ৩০ কোটিরও বেশি বাঙালি সমাজে কোথায়? বরাক উপত্যকার কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী ভাষাকেন্দ্রিক হানাহানি, সংশয়, বিদ্বেষ আর অবিশ্বাস প্রত্যক্ষ করে উচ্চারণ করেছিলেন—

"এবার আমি পণ করেছি আর কিছুতে নয়,
ভাষাহীন ভালোভাষার বিশ্ববিদ্যালয়।"

ভাষার জন্য আমাদের ভেঙেছে সুখের কতই না ঘর, পুড়েছে কত না গ্রাম বস্তি; রক্তে ভিজেছে কতই না রাজপথ। কিন্তু অতীতের সেই আবেগ আজ আর নেই। প্রশ্ন আসে ভাষার উত্তাপ আমাদের মনে যতটা রয়েছে ততটা প্রেম কি আছে আমাদের? না নেই। থাকলে বাংলা ভাষাকে আজ দীনতায় মুখ ঢাকতে হতো না।

আশির দশকে কবি শক্তিপদ ব্রহ্মচারী লিখেছিলেন একটি অর্থবহ পঙ্‌ক্তি—

"মেখলা ও শাড়ি আজ পাশাপাশি হেঁটে যায় সালোয়ার পাঞ্জাবীর দিকে।"

সংহতির চৌকো বারান্দায় দাঁড়িয়ে কবি লক্ষ করেছিলেন—

"দিল্লি থেকে ইন্দিরাজি হিন্দি বিলান সস্তা দরে,
কিলোখানেক তাও কিনেছি জাতীয় সংহতির ডরে।"

কবির এজাতীয় বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে ভাষা-সংস্কৃতির আগ্রাসনের রূপটিকে চিনিয়ে দেয়।

বর্তমান বিশ্বে চতুর্থ বৃহত্তম ভাষা হিসেবে বাংলা ভাষার অবস্থান। প্রায় ৩০ কোটিরও বেশি মানুষ এই ভাষাতেই কথা বলেন। এই ভাষা সুমহান ঐতিহ্যানুসারী। অথচ বাংলা ভাষা জননীর যে দুরবস্থা তা আমাদের বিস্মিত করে। বাংলা ভাষার এই অবনমনের মূল কারণ হিসেবে বাঙালিদের বিজাতীয় সভ্যতা প্রীতিই দায়ী। পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং সংস্কৃতির স্পর্শে আমরা আজ এতটাই নিজেকে পরিবর্তিত করে ফেলেছি যে নিজের মা কে মা বলতেও ঘৃণা হয়। বাংলা ভাষাকে গ্রাস করার পেছনে ইংরেজি ভাষার প্রভাবটাই সবচেয়ে বেশি। ইংরেজি ও হিন্দি ভাষার অমোঘ টানে বর্তমান প্রজন্ম 'Mother tongue illiterate' অর্থাৎ 'মাতৃভাষা বিহীন' প্রজন্ম হিসেবে জন্ম নিচ্ছে। বর্তমান প্রজন্মকে আরো বেশি প্রগতিশীল করে তুলতে বাবা-মায়েরা তাদের ভর্তি করছেন ইংরেজি কিংবা হিন্দি মিডিয়াম স্কুলে। ফলত, নিজের মাতৃভাষার স্কুল আর তাদের জীবনে দেখা হয়ে ওঠে না। এরাই হল আজকের 'মাতৃভাষাবিহীন প্রজন্ম'। এই মাতৃভাষা জ্ঞানহীন প্রজন্ম যখন ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, হাকিম, IAS, IPS হয়ে আসেন জনগণের সেবা করতে তখনই সৃষ্টি হয় এক গভীরতর সংকট। যে মাটি থেকে তাঁর জন্ম সেই মাটির সঙ্গে ভাষাগত কারণে এতকাল তাঁর যে বিচ্ছিন্নতা ঘটে গেছে তা আর পূরণ হওয়ার নয়।

বর্তমান প্রজন্ম স্বজাতিচ্যুত এবং বাস্তুচ্যুত এক শিকড় বিহীন প্রজন্ম। দেশীয় ঐতিহ্য এবং পরম্পরাকে দূরে সরিয়ে তথাকথিত আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতাকে আত্মস্থ করতে উন্মুখ। মুখে রবীন্দ্র, নজরুলকে নিয়ে অহংকার করলেও কানে গোঁজা হেডফোনে অষ্টপ্রহর বাজতে থাকে বিজাতীয় গান। রবীন্দ্রনাথকে ভেঙেচুরে আজ এতোটাই গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে যে তিনি মুখ দেখাতে একপ্রকার লজ্জাই পাচ্ছেন। বৈদ্যুতিন যন্ত্রসহযোগে লোকগান আজ মঞ্চ মাতিয়ে দিচ্ছে; যার উচ্চারণ না বাংলা, না ইংরেজি, না হিন্দি, না অসমিয়া— তা বুঝে উঠার উপায় নেই। এই 'ভাষানৈরাজ্য' প্রকৃতপক্ষে আমাদেরই সৃষ্টি। আমরাই নিজেকে backdated থেকে update করতে গিয়ে এতোটাই বিকৃত হয়ে পড়েছি যে বাংলা ভাষা আর মুখ দেখানোর সাহস পায় না। কবি ভবানীপ্রসাদ মজুমদার বিদ্রুপাত্মক সুরে নব্যতন্ত্রী এই বাঙালি সমাজের প্রতি ধিক্কার জানিয়ে বলেছেন—

"ছেলে আমার খুব 'সিরিয়াস' কথায়-কথায় হাসেনা
জানেন দাদা, আমার ছেলের, বাংলাটা ঠিক আসে না।

... ...

'ইংলিশ' ওর গুলে খাওয়া, ওটাই 'ফার্স্ট' ল্যাঙ্গুয়েজ
হিন্দি সেকেন্ড, সত্যি বলছি, হিন্দিতে ও দারুণ তেজ।

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

কী লাভ বলুন বাংলা প'ড়ে?
বিমান ছেড়ে ঠেলায় চড়ে?
বেঙ্গলি 'থার্ড ল্যাঙ্গুয়েজ' তাই, তেমন ভালোবাসে না
জানেন দাদা, আমার ছেলের, বাংলাটা ঠিক আসে না।"

এককালের 'first language' বাংলা ভাষা আজ 'third language'-এ পরিণত হয়েছে। অদূর ভবিষ্যতে তার fifth কিংবা sixth হওয়ারও সম্ভাবনা রয়েছে। এর পেছনে বর্তমান শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের নির্বোধ চিন্তাভাবনা কাজ করেছে বলে মনে করা যায়। আধুনিক প্রগতিশীল বিশ্বের দিকে তাকিয়ে অভিভাবকেরা এতই উচ্চাশী হয়ে পড়েছেন যে তাঁরা তাঁদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে সম্পূর্ণরূপে বিদেশী করে তুলতে বদ্ধপরিকর। তাই বাংলা মাধ্যমের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি হাল আমলে একপ্রকার বেমানান। হ্যাট-বুট-কোট-টাই পরা ছাত্র-ছাত্রীদের পাশে বাংলা মাধ্যমের ছেঁড়া জামা-জুতা ওয়ালা ছাত্র-ছাত্রীরা আজ কী করে স্থান পাবে? কিন্তু এখনও সবকিছু শেষ হয়ে যায়নি। আমাদের নতুন করে ভাববার সময় এসেছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার হাতছানি যে সর্বাংশে বর্জনযোগ্য, তা নয়। রাজহাঁসের মতো সুকৌশলী বিবেচনা শক্তি নিয়ে আমরা যদি বাংলা ও ইংরেজির মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে চলতে পারি তবেই আমাদের হৃতগৌরব কিছুটা হলেও পুনরুদ্ধার হবে আশা করা যায়।

নানা জাতি এবং নানা ধর্মের সমন্বয়ভূমি আমাদের এই বঙ্গদেশ। শক, হুন, পাঠান, মোগল, ইংরেজ—প্রমুখ শক্তি কালে কালে এই বঙ্গদেশে প্রভাব বিস্তার করেছে। অন্যান্য সাংস্কৃতিক উপাদানের সঙ্গে ভাষাগত প্রভাবও তারা এদেশে রেখে গেছে। বলাবাহুল্য, এই সকল শক্তির মধ্যে ইংরেজ প্রভাব-ই ছিল সবচেয়ে বেশি। বাংলা শব্দভান্ডারের দিকে তাকালে একথা সহজেই উপলব্ধ হয়। বাংলা শব্দভাণ্ডারে আরবি, ফারসি, পর্তুগিজ প্রভৃতি শব্দের তুলনায় ইংরেজী শব্দের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। উনবিংশ শতাব্দী থেকে ইংরেজি শব্দের অধিক ব্যবহার বাংলা ভাষাকে প্রভাবিত করেছে। প্রথম পর্বের গদ্য সাহিত্যিকরা ইংরেজি শব্দের ব্যবহার কিছুটা এড়িয়ে চললেও এই শতকের মধ্যভাগ থেকে ধীরে ধীরে তা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সরকারি অফিস- আদালত, স্কুল-কলেজ— সবক্ষেত্রেই ইংরেজি হয়ে ওঠে একটি প্রধান মাধ্যম। সেই ধারা আজও বহমান। মাঝে মাঝে ইংরেজি ভাষার অধিক ব্যবহার নিয়ে অনেক আপত্তি ওঠে। কিন্তু এই ভাষার সর্বগ্রাসি রূপকে আজও প্রতিহত করা যায়নি। আজও অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজে এই ভাষারই আধিপত্য। এককালে পশ্চিমবঙ্গে বাম শাসনে মাতৃভাষার গুরুত্ব বজায় রাখতে গিয়ে ইংরেজি ভাষাকে প্রথম শ্রেণি থেকে না শিখিয়ে পঞ্চম শ্রেণিতে চালু করার ব্যবস্থা হয়েছিল। এর অসুবিধা হয়তো অনেকটাই ছিল; কিন্তু সুবিধাও কম ছিল না। মাতৃদুগ্ধের মতো মাতৃভাষায় এই শিক্ষাদানের ব্যবস্থা শিশুর মানসিক এবং বৌদ্ধিক বিকাশে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছিল বলা চলে। পরবর্তীকালে প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি শিক্ষার প্রচলন আবার শুরু হয়েছে। সেই শিক্ষা আজ এতটাই প্রভাব বিস্তার করেছে যে একপ্রকার মাতৃজঠর থেকে সন্তানকে A, B, C, D শিখিয়ে আনতে পারলে আমরা যেন অনেকটাই স্বস্তি পাই। আসলে এসব কিছুর মূলে রয়েছে আমাদের এই ইংরেজি সংস্কৃতি ও ইংরেজি ভাষাবৃত্তি। ফলস্বরূপ আমাদের মাতৃভাষা থেকে যাচ্ছে উপেক্ষিতা।

বর্তমানকালে আবার 'বাংরেজি' নামক একপ্রকার ভাষার সৃষ্টি হয়েছে। কথায় কথায় বাংলার সঙ্গে ইংরেজি শব্দ দু-একটি না বলতে পারলে আমাদের আবার আভিজাত্য থাকে না। বর্তমানে এমন একজনও লোক পাওয়া যাবে না যারা বিশুদ্ধ বাংলা ব্যবহার করেন। কেউবা যদি তা করতেও চান তবে তিনি অনেকের কাছে উপহাসাস্পদ হবেন। আসলে আমাদের ব্যবহৃত বাংলা ভাষায় অনর্থক ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ ঘটিয়ে আমরা এক খিচুড়ি ভাষা গড়ে নিচ্ছি; যা বাংলা ভাষার নিজস্ব মর্যাদাকে অনেকটাই ম্লান করে তুলছে বলা যায়। প্রযুক্তিবিদ্যার উন্নয়নে বর্তমানে পৃথিবী সকলেরই হাতের মুঠোয়। স্মার্ট ফোনের দৌলতে এখন আর কেউ চিঠি লেখে না, সবাই SMS করে। এই SMS-এর ভাষাটিও যথেষ্ট বিপজ্জনক। উচ্চারণ বাংলা কিন্তু হরফ ইংরেজি। এই বাংলা আবার কাজের প্রয়োজনে নিজের মন গড়া বাংলা; যার সঙ্গে এর আদর্শ রূপের সংযোগ সূত্র অত্যন্ত ক্ষীণ। চিঠি লিখতে এখন আমরা প্রায় ভুলেই গেছি। চিঠি লেখা শিল্পটি আজ পরিপূর্ণ রূপে ধ্বংস হয়েছে মোবাইল ফোনের দৌলতে। নিজের মাতৃভাষায় লেখা একটি চিঠিতে যে আবেগ, সে স্নেহ, যে মমতা এবং যে আন্তরিকতা থাকত তার বিন্দু-বিসর্গও আজ অবশিষ্ট নেই। স্মার্ট ফোন আমাদের অনেক কিছুই খেয়েছে। আর তার সেই আগ্রাসনে বাংলা ভাষাটিও বাদ যায়নি।

কম্পিউটারের উদ্ভাবন আধুনিক বিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই কম্পিউটারে যত ধরনের কাজ করা যায় তার প্রত্যেকটির ভাষা ইংরেজি। বর্তমানে আমাদের দু-পাতা ইংরেজি টাইপ করতে বললে যতটা সহজে করে ফেলতে পারি, দু-পাতা বাংলা টাইপ ততটাই আমাদের পীড়া দেয়। কারণ বাংলা software-আমাদের ততটা স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পারেনি। I.C.T.-এর এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে— দুঃখজনক হলেও একথা সত্য বাংলা ভাষাকে প্রযুক্তিবান্ধব করার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ভিত্তি আমাদের দেশে এখনো তৈরি হয়নি। বাংলা

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

ভাষাকে যথোপোযুক্ত ভাবে অভিযোজিত করার জন্য নানান উদ্যোগ গ্রহণ একান্তই জরুরি। যিনি একই সঙ্গে বাংলা এবং ইংরেজি দুই জানেন, তিনিও ইংরেজিতে লিখতে অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন। এর জন্য মূলত দায়ী ফন্ট এবং তার কাঠিন্য। বাংলাদেশের ভাষা বিজ্ঞানী মুণীর চৌধুরির হাত ধরে 'কবর', 'রক্তাক্ত প্রান্তর' প্রভৃতি ফন্টের প্রচলন ঘটেছে। পরবর্তী কালে এই ফন্টের অনেকটা উন্নতিও ঘটেছে জার্মান প্রযুক্তির সহায়তায় অনেকটাই বাংলা ফন্টের সরলীকরণ ঘটেছে। কিন্তু তার আরও সরল রূপ যদি আসে তবে অনেকটাই বাংলা ভাষায় টাইপ করা সহজ হবে বলে মনে করা যায়।

বাংলা ভাষার পিছিয়ে থাকার মূলে সরকারি উদাসীনতাকে সবচেয়ে বেশি দায়ী করা চলে। বাংলা অধ্যুষিত অঞ্চলে আজও স্কুল-কলেজে বাধ্যতামূলক বাংলা শিক্ষার প্রচলন ঘটেনি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও ইংরেজিকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে বাংলাকে ততটা নয়। এর ফলে বাঙালি জাতির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংকটে পড়ছে। অবশ্য আশার কথা সাম্প্রতিক কালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে উদাসীন মনোভাব কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছেন। তাইতো গড়ে উঠেছে 'বাংলা ভাষা একতা মঞ্চ'-এর মতো নানান সংগঠন। পালিত হচ্ছে বাংলা পক্ষ। বক্তৃতা হচ্ছে 'বাংলা জাতীয় সম্মেলনে'।

এখন আর কবিগান কিংবা তর্জার আসর বসে না। সেখানে খিস্তি-খেউড় এর আধিপত্য থাকলেও সেটা ছিল বাঙালির নিজস্ব সম্পদ। কিছুকাল আগে পর্যন্ত মানুষের দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল সিনেমা, ভিডিও-এর দিকে। এখন তো সিনেমা-ভিডিও ঘরে ঘরে, বরং বলা ভালো হাতে হাতে। ইন্টারনেটের যুগে সবকিছু এখন আমাদের হাতের মুঠোয়। সারাদিনে আমরা যতক্ষণ মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত থাকি তার কতটা অংশ বাংলার জন্য ব্যয় করি? কলকাতার বাংলা সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র নন্দনের সেই নান্দনিকতা আজ কোথায়? এককালে যে নন্দন বাঙালির দৃষ্টি ও শ্রুতিনন্দন ঘটাত সেই নন্দন আজ অবক্ষয়ের পথে। একসময় বই পড়াটা ছিল অনেকের কাছে অভ্যাসের বিষয়। এখন তা একেবারে মুছে গেছে বলা চলে। এখন বই পড়াটা চলে গেছে টিভি দেখা, ফোন 'ঘাঁটা' এবং যোগাযোগ মাধ্যমগুলোতে ঘুরে বেড়ানোর চর্চায়। অতীতের পাঠ্যক্রম ছিল বইবান্ধব; আর আজকের পাঠক্রম হয়েছে 'নোটনির্ভর'। তার ফলে আমাদের বাংলা ভাষাচর্চা প্রতিনিয়ত ব্যহত হচ্ছে। সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায় আক্ষেপ করে বলেছেন—

> "বাংলা ভাষা এই পশ্চিমবঙ্গে যথাযথ সম্মান ও স্বীকৃতি পাচ্ছে না, বিষয়টি নিয়ে আত্মসমীক্ষার প্রয়োজন আছে ... বাংলা ভাষায় প্রতি ভালোবাসা ও আবেগ বাংলাদেশের নাগরিকদের অনেক বেশি। কিন্তু সেই তুলনায় পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরা যা করে তা কিছুই নয়। বাংলা ভাষা আমাদের আর গরবও নয়, আশাও নয়।"

তবে বাংলা ভাষাচর্চা প্রসঙ্গে আশার সুর শুনিয়েছেনে প্রয়াত কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মনে করেছেন বাংলা ভাষার রাজধানী বাংলাদেশ। ভাষার শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতিগত মূল ধারা স্থানান্তর হচ্ছে কলকাতা থেকে ঢাকায়। বাংলা ভাষার প্রতি বাংলাদেশের মানুষের মমত্ব যতটা বেশি আমাদের পশ্চিমবঙ্গে ততটা নয়। সুতরাং এই ভাষার যদি প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে হয় তবে আমাদেরও মনে প্রাণে আবেগঘন হয়ে ওঠা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে মাতৃভাষাকে শক্তিশালী করবার একটি প্রধান অঙ্গ ছিল বেতার জগতের আকাশবাণী। আকাশবাণী আমাদের ভাষা শিখিয়েছে, ভাষাকে ভালোবাসতে শিখিয়েছে। বিভিন্ন ভাষার সংবাদ পাঠ, অনুষ্ঠান সঞ্চালনা আমাদের মধ্যে একধরনের আবেগের শিহরণ জোগাত। আজ সবই ইতিহাস। আগে দিল্লি বেতার কেন্দ্র থেকেও আঞ্চলিক ভাষায় সংবাদ পাঠ হত। কিন্তু আজ আর তা হয় না। কেউ বুঝলোই না বহুভাষিক এই দেশটির উপর কতটা আঘাত হানা হল।

"প্রিয় ফুল খেলবার দিন নয় অদ্য
ধ্বংসের মুখোমুখি আমরা।"

সত্যিকারের এক বিপন্নতার মধ্য দিয়ে আমরা কাল যাপন করছি। এই বিপন্নতা সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ভাষাগতও বটে। ভাষাগত দিকটি হয়তো আমরা সুস্পষ্টভাবে অনুভব করতে পারছি না । কিন্তু একটা কাল আসবে যখন আমাদের প্রত্যেককে পরিতাপের সঙ্গে তার মূল্য দিতে হবে। সেই দিন বেশি দূরে নয়। তাই সময় থাকতে আমাদের সচেতন হওয়া একান্তই প্রয়োজন। যে ভাষা মাতৃদুগ্ধের মতো আমাদের পুষ্টি দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে তার মর্যাদা রক্ষা আমাদের প্রত্যেকেরই একান্ত কর্তব্য। আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে গেলে ইংরেজি জানাটা যতই আবশ্যিক হোক না কেন নিজের জননীকে ভুলে যাওয়া কখনোই উচিত নয়। সেই সঙ্গে অন্য কোনো ভাষার আগ্রাসনের চক্রান্তকেও ধুলিসাৎ করা একান্তই জরুরি। ব্যক্তিক উদ্যোগের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ এই ভাষার অবক্ষয় রোধ করতে পারে। সরকারি ক্ষেত্রে গুরুত্বের সঙ্গে বাংলা ভাষাকে মর্যাদা দিলে তবেই তা পুনরুজ্জীবিত হয়ে উঠতে পারে। সেদিনের প্রত্যাশায় আমারা সকলেই অপেক্ষমান। সেই পুরানো আবেগ নিয়ে আমরা আবার বলে উঠবো—

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431

Volume – 2 | Issue – III | May-June 2025 | ISSN: 3049-0278 (Online)

Amitrakshar International Journal
of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
(A Social Science, Science and Indian Knowledge Systems Perspective)
Open-Access, Peer-Reviewed, Refereed, Bi-Monthly, International E-Journal

"বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে নিকানো উঠোনে ঝরে
রৌদ্র, বারান্দায় লাগে জ্যোৎস্নার চন্দন। বাংলা ভাষা
উচ্চারিত হলে অন্ধ বাউলের একতারা বাজে
উদার গৈরিক মাঠে, খোলা পথে, উত্তাল নদীর
বাঁকে বাঁকে; নদীও নর্তকী হয়। যখন সকালে
নতুন শিক্ষার্থী লেখে তার বাল্যশিক্ষার অক্ষর,
কাননে কুসুমকলি ফোটে, গো-রাখালের বাঁশি
হাওয়াকে বানায় মেঠো সুর, পুকুরে কলস ভাসে।
বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে চোখে ভেসে ওঠে কত
চেনা ছবি; মা আমার দোলনা দুলিয়ে কাটছেন
ঘুমপাড়ানিয়া ছড়া কোন্ সে সুদূরে; সত্তা তাঁর
আশাবরী। নানী বিষাদ সিন্ধুর স্পন্দে দুলে দুলে
রমজানি সাঁঝে ভাজেন ডালের বড়া, আর
একুশের প্রথম প্রভাতফেরী, অলৌকিক ভোর।

(বাংলা ভাষা উচ্চারিত হলে/ শামসুর রহমান/ ১৯৮৩)

সহায়ক গ্রন্থতালিকা:

১. ভাষা আন্দোলন ইতিহাস ও তাৎপর্য: আব্দুল মতিন ও আহমদ রফিক: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী: ঢাকা: ১৯৯১
২. ভাষা আন্দোলনের আদিপর্ব: আব্দুল হক: অবসর প্রকাশনা সংস্থা: ঢাকা: ২০১৭
৩. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও অনুষঙ্গ (১ম খণ্ড): আহমদ রফিক ও এম.আর.মাহবুর: অনিন্দ্য প্রকাশন: ঢাকা: ২০১৭
৪. পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি (১ম খণ্ড): বদরুদ্দীন উমর: আনন্দধারা: কলকাতা: ১৯৭১
৫. ভাষার লড়াই ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: গোলাম কুদ্দুস: নালন্দা প্রকাশনী: ঢাকা: ২০১৫

Published by: Amitrakshar Publishers – Amitrakshar International Journal of Interdisciplinary and Transdisciplinary Research (AIJITR)
https://www.amitrakshar.co.in/journal/ ✉ : editor@amitrakshar.co.in DOI (Crossref) Prefix: 10.63431